দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 23 JUL 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

# খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী

**শাহজাহান সরদার** ॥ দুস্থ ও অভাবগ্রস্থ পরিবারের স্কুল গমন উপযোগী সন্তানদের স্কুলে নিয়া আসার লক্ষ্যে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী চালু হইতেছে।

(২য় পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ

## শিক্ষা কর্মসূচী

(১ম পৃঃ পর)

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আগামী ২৯শে জুলাই ফেনীর একটি স্কুলে এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করিবেন। প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে এ কর্মসূচী চালু হইবে। সফল হইলে পরে কর্মসূচীকে সম্প্রসারিত ও করা হইবে। দুস্থ ছাত্রদের খাদ্য হিসাবে দেওয়া হইবে গম।

দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত ৬১টি জেলার ৪৩৫টি ইউনিয়নের একটি করিয়া স্কুলে পাইলট স্কিমের অধীনে খাদ্যের বিনিময়ে কর্মসূচী চালুর কর্মসূচী স্থির করা হইয়াছে। এ জন্য এক লক্ষ টন গম বরাদ্দ আছে। প্রতিটি স্কুলের একশত গরীব ও দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীকে মাসে ১৫ কেজি গম দেওয়া হইবে। স্কুল ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ওয়ার্ড কমিটি দুস্থ ও গরীব ছাত্র-ছাত্রী চিহ্নিত করার কাজটি সম্পন্ন করিবে। একই দুস্থ পরিবারের একাধিক ছাত্র-ছাত্রী যদি পড়াশুনা করে এক্ষেত্রে উর্ধ্বে দুইজনকে ১৫ কেজি করিয়া মোট ৩০ কেজি গম দেওয়া হইবে। তবে এসব ছাত্র-ছাত্রীদের গম পাইতে হইলে স্কুলে উপস্থিত থাকিতে হইবে মোট কার্যদিবসের শতকরা ৮০ দিবস। সরকারী হিসাব মতে কোন একটি স্কুলে একশতের মত দুস্থ ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করিয়া থাকে। তবে এ কর্মসূচীর সহিত জড়িত একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ইত্তেফাককে বলিয়াছেন, দুস্থ ছাত্র চিহ্নিত করিতে যে জটিলতা হইবে না এমন কিছু এখনই বলা যাইবে না। আর সঠিকভাবে গম বিতরণ করার কাজটিও হইবে কঠিন। অভিজ্ঞ মহলের মতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই গরীব। যাহারা গম পাঠাইবে না তাহাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হইবে কিনা এবং হইলে ইহাতে ভাল করিতে গিয়া মন্দ ফল দাঁড়ায় কিনা, তাহা একটি প্রশ্ন।

সরকারের নিজস্ব সম্পদ হইতে এ প্রকল্পের পুরা ব্যয়ভার বহন করা হইবে। খাদ্য মন্ত্রণালয় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগকে জানাইয়াছে, শিক্ষা কর্মসূচীর জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী তাহারা গম বরাদ্দ দিবে।